কোস্ট ট্রাস্ট, ১ জুন' ২০২২, **সেমিনার** পরিলেখ (খসড়া)
আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ (এখানে নামসমুহ প্রস্তাব করা হয়েছে এবং পরবর্তী যোগাযোগের মাধ্যমে সেমিনারে অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে)

১. সেমিনারের শিরোনাম	**জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩ ঃ টেকসই সার্বজনীন জাতীয় পেনশন স্কীম ও কর ন্যায্যতা।**
২. তারিখ, সময় ও স্থান	তারিখঃ ১ জুন ২০২২, বুধবার, সকাল ১০.৩০-১২-৩০ পর্যন্ত। স্থানঃ আব্দুস সালাম হল (৩য় তলা) , জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা
৩. সেমিনারের উদ্দেশ্য	ক. আগামী বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতের অধীনে সরকার যে সার্বজনীন জাতীয় পেনশন স্কীম চালুর পরিকল্পনা করছে তা টেকসই অর্থনৈতির সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ন তা নিয়ে আলোচনা করা। খ. পাশাপাশি দেশের বর্তমান কর ভিত্তি এবং কর ন্যায্যতার দৃষ্টিকোন থেকে একটি সার্বজনীন ও টেকসই পেনশন ব্যবস্থা প্রনয়ন করা যায় তার কৌশলসমুহের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও প্রস্তাবনাসমুহ উপস্থাপন করা।
৪. সেমিনারের পটভূমি	এটা আনন্দের সংবাদ যে, সরকার সরকারি চাকুরিজীবীদের বাইরেও দেশের নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও জীবন মানকে দারিদ্রসীমার উপরে রাখার উদ্দেশ্যে সার্বজনীন জাতীয় নাগরিক পেনশন স্কীম চালুর পরিকল্পনা করছে। আমরা কোস্ট ফাউন্ডেশন সরকারের এই শুভ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। সরকারের এই কর্মসূচীতে ১৮-৫০ বছর বয়সের নাগরিকদের প্রতি মাসে নির্দৃষ্ট পরিমান চাঁদা কমপক্ষে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে এবং ৬০ বছর বয়সের পর থেকে সরকার নাগরিকদের প্রতিমাসে জমাকৃত অর্থ অনুযায়ী পেনশন প্রদান করবে। তবে সরকারি কর্মকর্তাদের এই চাদা প্রদান করা হতে বিরত রাখা হয়েছে। কোস্ট ফাউন্ডেশন গত প্রায় ১৪ বছর যাবত কর ন্যায়-বিচার বিষয়ে বিশেষ করে আভ্যন্তরীন রাজস্ব আহরন, রাজস্ব নীতি ও এর প্রয়োগ, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস সহ বিভিন্ন নীতি বিষয়ে সরকারের সহায়ক হিসেবে কাজ করে আসছে। আমরা মনে করি টেকসই পেনশন ব্যবস্থা একটি টেকসই অর্থনীতি এবং এর সাথে সর্ম্পকিত কর ন্যায়-বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাস্তবায়ন করা উচিৎ। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সরকারি কোন কর্মকর্তা অবসরে গেলে মাসিক ভিত্তিক পেনসন সুবিধা পেয়ে আসছে, পাশাপাশি সরকার বয়স্ক ভাতা, দুস্থ নারী, প্রতিবন্ধি ইত্যাদি সহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্থায়ন করে আসছে। অথচ সরকারি কমকর্তা ছাড়া দেশের অন্যান্য নাগরিক এ ধরনের কোন সুবিধা পাচ্ছে না। বর্তমানে ২০২১-২২ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী খাতের বরাদ্দ জাতীয় বাজেটর **১৭.৮৩% এবং জিডিপির ৩.১১%। প্রতি বছর এর বরাদ্দ বাড়ছে এবং এই অর্থের সিংগভাগ যোগান হয় দেশের জনগন কর্তৃক প্রদত্ত কর থেকে।** ২০২০-২০২১ সালের এ বরাদ্দের ২৪% ব্যয় হয় সরকারি চাকুরিজীবীদের পেনশন প্রদান খাতে যারা দেশের মোট শ্রমশক্তির মাত্র ৫% এবং দেশে প্রায় ৬০ উর্ধ্ব বয়স্ক জনসংখ্যার [প্রায় ১.৫ কোটি] মাত্র ১%। আমরা মনে করি দেশের যে সকল নাগরিক নিয়মিত কর প্রদান করে, তাদের কাছ থেকে মাসিক কোন চাঁদা না নিয়ে অর্জিত করের একটি নির্দিষ্ট অংশ (হতে পারে ৫%-১০%) জাতীয় পেনশন ফন্ডে জমা রেখে সেখানে সরকারি অনুদান যোগ করে সেই ফান্ড হতে সকল নাগরিকদের পেনশন প্রদান করা। আর যে সকল নাগরিক কর প্রদান করে না বা কর প্রদান করতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে আয় অনুসারে চাঁদা আদায় করা যেতে পারে। বর্তমানে দেশে TIN ধারী মানুষের সংখ্যা ৬০ লাখের কাছাকাছি। আয়কর রিটার্ন জমা দেন ৩০-৩২ লাখ। তার মধ্যে আয়কর দিয়ে থাকেন সর্বোচ্চ ১৩-১৪ লাখ মানুষ যা মোট জনগনের ১% এর চেয়েও কম। সরকারের রাজস্ব আয়ের ৬৫-৭০ শতাংশ আহরিত হয় করব্যবস্থার মাধ্যমে। সুতরাং কর-প্রদানকারীদেরকে এধরনের পেনশন সুবিধা দিলে কর-প্রদানকারীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি রাজস্ব আদায়ের হারও বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা মনে করি। দেশের আর্থ-সামাজিক বিষয় বিবেচনা করে কর আদায় বৃদ্ধিকল্পে এবং কর ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত করে একটি টেকসই সার্বজনীন জাতীয় পেনশন ববস্থা কিভাবে চালু করা যায়, তা নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারণী, স্টেকহোল্ডার এবং সুশীল সমাজের অংশগ্রহনে উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা ও তাদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সুপারিশসমূহ আসন্ন বাজেট অধিবেশনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে উক্ত সেমিনারের আয়োজন করেছি।
৫. আয়োজনকারী সংস্থা	কোস্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
৬. সভাপতি	জনাব ডঃ কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ - চেয়ারম্যান, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন।
৭. প্রধান অতিথি	জনাব ডঃ শামসুল আলম - মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
৮. বিশেষ অতিথি	১. জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ, মাননীয় সংসদ সদস্য ২. জনাব রুস্তম আলী ফরাজী, মাননীয় সংসদ সদস্য ৩. জনাব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, মাননীয় সংসদ সদস্য
৯. বিশেষজ্ঞ অতিথি	১. জনাব মোঃ বদিউর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা ২. জনাব মোঃ আবদুল মজিদ, সাবেক চেয়ারম্যান-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা ৩. জনাব মোঃ গোলাম হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা ৪. জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল, জাতীয় গনমাধ্যম ব্যক্তিত্ব
১০. সঞ্চালনা	১. জনাব ডঃ তোফায়েল আহমেদ, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ২. জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, কোস্ট ফাউন্ডেশন।
১১. মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন	মোঃ আহসানুল করিম বাবর, কোস্ট ফাউন্ডেশন।

১২. নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	১. ডঃ নিলুফার বানু, নির্বাহী পরিচালক ২. ডঃ মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় শ্রমিক জোট ৩. ডঃ আবদুল মতিন, নির্বাহী সভাপতি, বাপা ৪. জনাব এ কে এম জসীম উদ্দীন, পরিচালক এডাব ৫. জনাব আসগর আলী সাবরী, উন্নয়ন কর্মী ও বিশেষজ্ঞ ৬. জনাব এম ডি আবদুল কাদের, নির্বাহী পরিচালক সেতু ৭. জনাব শরীফ জামিল, সাধারন সম্পাদক, বাপা ৮. জনাব এ এইচ এম বজলুর রহমান, সিইও-বিএএনআরসি ৯. জনাব মনোয়ার মোস্তফা, সিনার্জি ইনস্টিটিউট ১০. জনাব আমিনুর রসুল বাবুল, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট ১১. প্রদীপ কুমার রয়, অন লাইন নলেজ সোসাইটি ১২. জনাব সৈয়দ জাহাঙ্গীর হাসান মাসুম, সিডিপি ১৩. জনাব গোলাম সারোয়ার, বিএলএফ ১৪. অধ্যাপক ডাঃ আজিজুল হক ১৫. মোঃ জাহিদ রহমান উন্নয়ন সমন্নয় ১৬. জনাব মোতালেব হোসেন পরিচালক, ডি এস কে ১৭. এডভোকেট জীবনান্দ জয়ন্ত, সুরক্ষা ও অগ্রগতি ফাউন্ডেশন ১৮. জনাব এইচ এম হাসান আল মামুন, পরিচালক সমবায় ফেডারেশন ১৯. জনাব এ এস এম আমানুল হাসান তৈমুর, নির্বাহী পরিচালক, প্রকাশ ২০. জনাব ডঃ মাহাবুবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, এসডিও ২১. জনাব খন্দকার ফারুক আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, টিইউএস
১৩. সাংবাদিক প্রতিনিধি	১. জনাব গোলাম মোর্তুজা, চ্যানেল আই ২. জনাব আসজাদুল কিবরীয়া / খাজা মাইনুদ্দিন, ফিনানশিয়াল এক্সপ্রেস ৩. জনাব মোহসিনুল করিম, দৈনিক অবজারভার ৪. জনাব কাউসার রহমান, জনকণ্ঠ ৫. মোঃ সালাউদ্দিন বাবলু - এসএ টিভি ৬. জনাব নিখিল চন্দ্র ভদ্র, সমন্বয়কারী-সুন্দরবন সুরক্ষা কমিটি ৭. জনাব আলতাফ হোসন, যায় যায় দিন
১৪.প্রয়োজনীয়যোগাযোগ	জনাব মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইলঃ 01711455591 এবং আমিনুল হক, মোবাইলঃ 01713328815